পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইসলাম
একমাত্র দ্বীন

হোসাইন শাকিল

সাবিল
পাবলিকেশন

সাবিল
পাবলিকেশন

ইসলাম : একমাত্র দ্বীন

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০২২

বইমেলা পরিবেশক

সন্দীপন প্রকাশন

মাদরাসা মার্কেট (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার

অনলাইন পরিবেশক

ওয়াফিলাইফ, রকমারি, ইসলামি বই, আলাদা বই

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মার্জিন সলিউশন

৭/বি পি কে রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

ফোন : ০১৭৫৯ ৮৭৭ ৯৯৯

প্রকাশক

সাবিল পাবলিকেশন

শিকদার ম্যানশন (ইসলামি টাওয়ার সংলগ্ন), ১২ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুঠোফোন : ০১৮৮৮ ৭১ ৭১ ২৯

sabilpublication@gmail.com

facebook.com/sabilpublicationbd

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ২৭২ ৳

(দাওয়ার উদ্দেশ্যে রেফারেন্স-বুক হিসেবে বইটির যে-কোনো অংশ ব্যবহার করা যাবে)

বই : ইসলাম একমাত্র দ্বীন

লেখক : হোসাইন শাকিল

সম্পাদক : জাকারিয়া মাসুদ

শারঈ সম্পাদক : শাইখ আইনুল হক কাসিমি,
মুফতি হাফিজ আল মুনাদী

প্রচ্ছদ : শাহরিয়ার হোসাইন

পৃষ্ঠাসজ্জা : আব্দুল্লাহ আল মাসুদ

সূচিপত্র

লেখকের কথা ১১

ধর্ম কেন? ১৭

অধিবিদ্যাগত বিষয়ে কার কী মত? ১৯

নাস্তিকদের বিশ্বাস ২৬

ধর্ম-বিশ্বাস স্বভাবজাত ২৯

অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট ৩২

এত ধর্ম কেন? ৩৩

দ্বীন ইসলামের সারবস্তু ৩৬

সনাতন বা হিন্দুধর্ম ৪০

ইহুদি-খ্রিষ্টধর্ম ৪১

জরথুস্ত্রবাদ ৪২

চৈনিক ধর্ম-দর্শনে ৪২

টিয়েন ৪২

ইয়ু হুয়াং ৪২

প্রাচীন মিশর ৪৩

সুমেরিয়ান সভ্যতা ৪৩

সেকেলে ধর্ম এ যুগে কেন মানব?.....৪৬

বর্তমানবাদের ভ্রান্তি.....৪৬

সত্য অপরিবর্তনীয়.....৪৮

ধর্ম ও বিজ্ঞান : সংঘর্ষ নাকি সমন্বয়?.....৪৯

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক.....৫০

মানুষের চিন্তার কাঠামো.....৫৩

জ্ঞানতাত্ত্বিক সংঘর্ষ.....৫৪

বিজ্ঞান জ্ঞানতত্ত্বের চূড়ান্ত সীমা নয়.....৫৬

সকল ধর্মই তো ভালো ভালো কথা বলে!.....৫৯

ধর্মসমূহের বৈপরীত্য.....৬০

মিছে আশা.....৬১

ইসলাম-ই কি সত্য ধর্ম?.....৬৩

এক-নজরে ইসলাম.....৬৪

আল্লাহ তাআলাই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক.....৬৫

পরম আনুগত্য কেবল স্রষ্টার অধিকার.....৬৭

সিরাতুল মুস্তাকীম.....৬৯

১. তাওহীদকে স্বীকার করে নেওয়া.....৬৯

২. আখিরাতের জবাবদিহিতা.....৭২

নবীদের মিশন.....৭৬

১. তাওহীদের দাওয়াত.....৭৬

২. তাগুতকে অস্বীকার.....৭৬

৩. অটল-অবিচল থাকা.....৭৭

৪. ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা.....৭৭

ইসলামকে কেন সত্য মানি? ৮১

১. জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথোপযুক্ত ধারণা ৮২

২. স্রষ্টার পূর্ণাঙ্গ ধারণা..... ৮৬

৩. মানুষকে দেয় সঠিক মর্যাদা..... ৯০

৪. ইহকাল ও পরকালের উপযুক্ত সমন্বয় ৯২

৫. আত্মা ও বস্তুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন.....১০০

৬. ইসলাম স্বভাবধর্ম ১০৩

৭. ইসলামি বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত..... ১১০

৮. প্রতিটি দিকের পূর্ণাঙ্গ সমাধান ১১৮

৯. ইসলাম সুস্পষ্ট ওহী-নির্ভর ১২২

১০. কুরআন আল্লাহর অবিমিশ্রিত বাণী ১২৪

১১. ওহীর সংকলন ১২৬

১২. কুরআন সংরক্ষণ..... ১২৮

১৩. অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের জীবনী বেশ সন্দেহপূর্ণ ১৪৩

১৪. অন্যদের জীবনী অপর্যাপ্ত..... ১৪৫

আমাদের আকীদা ১৪৮

জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে আকীদা ১৪৮

ঈমান সম্পর্কে আকীদা ১৪৮

আল্লাহ সম্পর্কে আকীদা.....১৫০

ফেরেশতা সম্পর্কে আকীদা..... ১৫৪

আসমানি কিতাবসমূহের ব্যাপারে আকীদা..... ১৫৪

নবীদের সম্পর্কে আকীদা.....১৫৫

আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্পর্কে আকীদা..... ১৫৭

তাকদীর সম্পর্কে আকীদা ১৫৯
মৃত্যু সম্পর্কে আকীদা ১৫৯
দুনিয়া সম্পর্কে আকীদা ১৬০
আখিরাত সম্পর্কে আকীদা ১৬০
ইসলাম সম্পর্কে আকীদা ১৬১
কুরআন সম্পর্কে আকীদা ১৬৩
মানুষের ব্যাপারে আকীদা ১৬৪
জিনদের ব্যাপারে আকীদা ১৬৬
মুমিনদের ব্যাপারে আকীদা ১৬৭
কাফিরদের ব্যাপারে আকীদা ১৬৮
শয়তানের ব্যাপারে আকীদা ১৬৯
পাপ ও পুণ্য বিষয়ে আকীদা ১৬৯
অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে আকীদা ১৭০

লেখকের কথা

মানুষ এই পৃথিবীর মাঝেই বেড়ে ওঠে। পৃথিবীর আলো, বাতাসের মাঝেই মানুষের প্রবৃদ্ধি। সে গোটা জগতকে দেখে। দেখে দু-চোখ দিয়ে, দেখে মনের চোখ দিয়েও। চর্মচক্ষু দিয়ে তো সবাই পৃথিবীকে দেখে, কিন্তু সবাই কি মনের চোখ দিয়েও দেখে এ জগতকে? হ্যাঁ, দেখে, কেউ সচেতনভাবে দেখে, আর কেউ অবচেতন মনেই দেখে। এই মনের চোখই হলো মানুষের বিশ্বাস। আর মানুষ বিশ্বাসের শূন্যতার মাঝে জীবনযাপন করতে পারে না। মানুষ নিজের জন্যই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি বিশ্বাস কিংবা বিশ্বাসমালা নির্ধারণ করে নেয়, বিশেষ এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে নেয়। একে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি (Worldview) অথবা প্যারাডাইম (Paradigm) বলা যেতে পারে। মানুষ কেন জীবনে বেঁচে থাকবে, কার জন্য বাঁচবে, কোন উদ্দেশ্যে বাঁচবে, তার নীতি-নৈতিকতা কী হবে, তার নৈতিকতা কেমন হবে, সে কাকে সাফল্য মনে করবে আর কোন জিনিসকে ব্যর্থতা, সে কোন উদ্দেশ্যে নিজের সকল চেষ্টা-মেহনতকে ব্যয় করবে—এরকমভাবে মানুষের জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই তার অন্তরে লালিত বিশ্বাস (Belief), দৃষ্টিভঙ্গি (Outlook), বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি (Worldview) ও প্যারাডাইম (Paradigm) দ্বারা নির্ধারিত হয়। সে পৃথিবীকে মনের চোখ দিয়ে যেভাবে দেখবে, সেভাবেই তার কাজকর্ম নির্ধারিত হবে। মানুষের কাজ (আমল) তার বিশ্বাসের কারণেই পরিবর্তিত হয়, কখনো সঠিক হয় আবার কখনো হয় বেঠিক।

ইসলামি পরিভাষায় অন্তরে লালিত সুপ্ত এই বিশ্বাসকে 'আকীদা' বলে। আকীদা শব্দটি আরবি শব্দ। শব্দটি যে উৎসমূল থেকে আগত হয়েছে বলে ধারণা করা

হয় তার একটি হলো ইকদ, যার অর্থ দাঁড়ায় 'গলার হার'। একজন নারী যখন গলার হার পরিধান করেন, তখন সেই হার তার শরীরের সাথে এমনভাবে জেঁকে যায় যে, তার থেকে গলার হারটিকে আর পৃথক করা যায় না। মানুষের জীবনের মৌলিক বিশ্বাস, যাকে কেন্দ্র করে মানুষের গোটা কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়, তা গলার হারের মতোই। তা মানুষ থেকে কখনো ছিন্ন হয় না, বিচ্ছিন্ন হয় না, পৃথক হয় না। ইসলামে আকীদার গুরুত্ব অনেক। কারণ, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ এক জীবনব্যবস্থা। বিশ্বাস, কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সমন্বিত এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, আনুগত্যের কাঠামো।

ইসলামে আকীদার গুরুত্ব এ কারণেই বেশি, কেননা আকীদা কেবল মানুষের দুনিয়াবি জীবনের সাথেই জড়িত নয়। ইসলাম বলে, আকীদার ওপরই আমাদের ইহকালীন জীবনের সাফল্য ও পরকালীন জীবনের চিরন্তন মুক্তি নির্ভর করছে। ইসলাম বলে, মৌলিক আকীদার জ্ঞান প্রত্যেক মুসলিমেরই অর্জন করা জরুরি, একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জন সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক নয়, তা সম্ভবও নয়। কীভাবে খেতে হয়, কোন হাত দিয়ে খেতে হয়, কীভাবে জামা পরিধান করতে হয়, কীভাবে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হয়—এসকল বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেকটি মানুষকেই শিখতে হয়। তার জন্য এসব জানাটা অতীব জরুরি। তেমনই প্রত্যেকের জন্যই জরুরি হলো চিরন্তন মুক্তির জন্য একান্ত আবশ্যিক আকীদার জ্ঞানার্জন করা। এতটুকু তো প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই 'ফরজে আইন' পর্যায়ের।

ইসলামের অন্যতম একটি শাশ্বত আকীদা হচ্ছে—ইসলামই মহান স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা একমাত্র সঠিক ও সত্য দ্বীন। কুরআন-সুন্নাহর মূলভিত্তি এই আকীদাটিই। মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব মানুষের ওপর সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া। লিখে, কথায়, বাস্তবে প্রমাণ করে সবদিক থেকেই এই দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায়। বর্তমান যুগটি প্রবল সংশয়ের। সংশয়কে পদ্ধতিগতভাবে আমাদের মাঝে অতি সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এ সংশয়ের মূল লক্ষ্য ধর্ম। সে ধর্ম যেটাই হোক না কেন, ধর্ম নামক ধারণাটি স্বয়ং বিতর্কিত ও সংশয়ের লক্ষ্যবস্তু। এহেন সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের ওপর সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব, নিজেদের সবটুকু এই সত্য দ্বীনের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যয়

করা। দাওয়াতের সেই দায়িত্ব পালন করার জন্যই অধমের চেষ্টা দ্বীন ইসলামের সত্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।

দ্বীনের সত্যতা আমাদের সভ্যতার ভিত্তি, আমাদের ঈমানের মূল, আমাদের আখিরাতের পুঁজি। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক উপাদান খুবই কম। একজন সাধারণ মুসলিম বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীর হাতে একটা বই দিয়ে বলতে পারব যে, আমরা এ কারণে ইসলামকে সত্য মনে করি—এমন বই আমি বাংলা ভাষায় দেখিনি। হতে পারে আমার চোখে পড়েনি, অবশ্য কমও খুঁজিনি। কিন্তু এটাও একটা কথা, যেখানে সমস্যা এত প্রবল, প্রতিনিয়ত সন্দেহের বিষাক্ত তির যেখানে এসে বিঁধছে, সে বিষয়ের বই কষ্ট করে জোগাড় করতে হবে—এটাই তো সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতির জন্য লজ্জাকর। তাদের তো এসকল মৌলিক বিষয়ে বই থাকার কথা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। আমরা যে-হারে নামাজের খুঁটিনাটি মাসআলা নিয়ে বই পাচ্ছি, কমপক্ষে সেই পরিমাণ বই যদি এ বিষয়ে না-পাওয়া যায়, তবে তো যুগের চাহিদা মোতাবেক বিষয়টার হক রাখা হলো না। তাই নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও কলম ধরতে উদ্যত হলাম। এখানে দায়িত্ব পালনের তাগাদা যেমন কাজ করেছে, তেমনি কাজ করেছে নিজের অনুভূতি জানানোর ইচ্ছা। নিজের এই অনুভূতিটুকু যদি আরও কিছু মানুষের উপকারে আসে, তবে তো ভালোই। তাছাড়া আমি নিজে মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহিমাহুল্লাহ-র একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ও আগ্রহী পাঠক। মাওলানা তাঁর বিভিন্ন বইতে—আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবালের একটি উক্তি প্রায়ই নিয়ে আসেন, সেই উক্তিটা এক্ষেত্রে আমার জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা। উক্তিটা অনেকটা এরকম, "যে ব্যক্তি এ যুগে মানুষের ইসলামের ওপর হারিয়ে যাওয়া আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবেন, তিনিই এ যুগের মুজাদ্দিদ।" মুজাদ্দিদ তো বহুত দূরের বিষয়, অত দূরে যেতে যেতে আমার যোগ্যতা ফুরিয়ে যাবে, পথেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যাব। তবুও মনে বড়ই ইচ্ছা—এ যুগে যারা মানুষের মনে ইসলামের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনবেন, দ্বীনকে পুনর্জাগরিত করে তুলবেন, কিয়ামতের দিন তাঁদের পবিত্র নামের সাথে যদি আমিও যুক্ত হতে পারি, তবে তাঁদের সাথে সাথে যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি! আল্লাহ যাতে কবুল করে নেন দুর্বলের এই দুঃসাহস, আমীন।

বর্তমান যুগ Conflict of Paradigm এর যুগ, সভ্যতার দ্বন্দ্বের জমানা। সভ্যতার মাঝে দ্বন্দ্ব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে হয় না; বরং মৌলিক বিশ্বাস নিয়ে হয়। সভ্যতার দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার-সহ নানা কারণে মুসলিমদের মাঝ থেকে তাদের আকীদার পরিশুদ্ধি দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে,। চিরন্তন সত্য আকীদা-বিশ্বাসের শূন্যতা তৈরি হচ্ছে তাদের মাঝে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে শূন্যতা মানুষের অন্তরের বিপরীত, মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় সত্য না হলেও অসত্য আর মিথ্যা স্থান করে নেবেই, এটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই আজ মুসলিমদের মাঝ থেকেই উত্থিত হচ্ছে নানা ফিতনা, নানা ফ্যাসাদ, ঈমান-বিধ্বংসী কার্যকলাপ। আজকে মুসলিমদের ছেলেপুলেই দিব্যি হোলি খেলে এসে, ভার্চুয়াল মুখদর্পণে পিকচার আপলোড দিয়ে গর্ব করে। কেউ কেউ প্রাচীন মন্দির দেখে আবেগে উদ্বেলিত হয়। কেউ বহু মত-পথের সবাইকে নিয়ে, ইন্টারফেইথ ডায়ালগ করে, নিজেকে বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত সভ্যতার অধিকারী বলে মনে করে। আজ মুসলিমদের মাঝে প্রতিমাও মূর্তি কি না, তা নিয়ে বিতর্ক হয়। উপাসনার জন্য না হলে, মূর্তি রাখা যাবে কি না তা নিয়ে কথা চালাচালি হয়। রমনার বটমূল থেকে বৈশাখকে আহ্বান করা পৌত্তলিকীয় প্রথা কি না, এ নিয়েও কেউ কেউ কথামালা রচনা করে। কেউ নিজের ভালোবাসার মানুষকে পাবার জন্য, নিজের দ্বীন-আকীদা ত্যাগ করে। কেউ আবার ভালোবেসে Love Jihad করে আনন্দ পায়। নিজেকে মুসলিম দাবি করেও মূর্তির সামনে হাত নোয়ানোর উদাহরণ যেমন মুসলিম সমাজে আছে, তেমনই সারা-জীবন ধর্মকে গালাগালি করে, তাকে ধর্ম মোতাবেক শেষ বিদায়ের নজিরও এ সমাজে আছে। যার অন্তরের বেদিতে কৃষ্ণের বন্দনার শাঁখ বাজছে অবিরত, সেও দিব্যি মুসলিম দাবি করার কুটিলতা করার সাহস পাচ্ছে, হৃদয়ে এক বিশ্বাস থাকার দাবি, কর্মকাণ্ডে আরেক বিশ্বাসের প্রতিফলন, একদিকে যালিম নেতার অন্ধ অনুকরণ, আরেকদিক আশেকে রাসূল সেজে 'ইয়া নাবী সালাম আলাইকা' বলে মিষ্টি খাওয়ার 'সুন্নাত' পালন। একদিকে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান জানা, আবার সন্তানের জন্য পীরের দরবারে মাথা ঠ্যাকানো। পাপকে আজ পাপ নয়; বরং সত্য ও একান্ত করণীয় ভেবেই করা হয়। একসময় যা প্রচলিত ছিল ন্যায় বলে, আজ তা ঘোরতর অন্যায়। আজ যা একদম স্বাভাবিক, তা বিশ্বাসের দিক থেকে বিলকুল অস্বাভাবিক। তাও এসব করা হচ্ছে। প্রতিনয়তই করা হচ্ছে। এরকম অজস্র সমস্যায় জর্জরিত আজ মুসলিম সমাজ। কারণ, মুসলিমরা

আজ এক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। বিশ্বাস আর কর্মের অন্তর্দ্বন্দ্ব। মুসলিমদের আজ বিশ্বাস পোষণের অধিকার থাকলেও বিশ্বাস চর্চার কোনো অধিকার নেই, আবার কোথাও কোথাও বিশ্বাসকেই কেটেছেঁটে প্রভুদের মনোমতো করে নেওয়া হয়েছে, 'না রাহে বাঁশ, আর না বাজে বাঁশুরী'।

এহেন অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির একটিই উপায়, আমাদের আকীদা ও বিশ্বাসকে ঠিক করে নেওয়া। আমাদের আকীদা-বিশ্বাসে যত ময়লা আবর্জনা আছে তাকে দূর করে নেওয়া। আকীদার ধুলামিশ্রিত পাটাতনকে ঝেড়ে সাফ করে নেওয়া। আমরা যখন আকীদাকে বিশুদ্ধ করে নিতে পারব, তখনই আমরা সত্যের পক্ষে কাজ করতে পারব। আল্লাহ আমাদের থেকে যা চান, আমরা তা সম্পাদন করতে পারব। পরকালে চিরন্তন মুক্তিও লাভ করতে পারব, ইন-শা-আল্লাহ।

এ কারণে মূল বইয়ের শেষে ইসলামের আকীদাগুলোকে সহজ ভাষায় পেশ করার চেষ্টা করেছি। মূলত এ অংশটি বেশ আগেই লেখা ছিল। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এটা বেরিয়েওছিল। মনে হলো মূল বইয়ের সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা আছে। তাই যুক্ত করে দেওয়া হলো এর সাথে। আকীদার অংশটিতে কিছুটা নতুনত্ব দেখা যাবে।

প্রশ্ন জাগতে পারে আকীদা নিয়ে ইসলামের প্রাথমিক সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এত এত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তারপরেও এ বিষয়ে নতুনত্ব রেখে গ্রন্থ রচনার কি আবশ্যিকতা দেখা দিল? এ নতুন গ্রন্থের মাঝে নতুন কী আছে? উত্তর : নতুন কিছুই নেই এতে, আমাদের আলিমদের সাধনার গ্রন্থাদি থেকেই এর কাঁচামাল সংগৃহীত হয়েছে, তাই এর মাঝে নতুন কিছুই নেই। তবুও কেন আকীদা বিষয়ে কলম ধরতে হলো?

এমন চিন্তা পূর্ব থেকেই মাথায় ছিল, তবে বাস্তবায়নের জন্য কলম ধরার সাহস হচ্ছিল না। তাই চিন্তাখানা কিছুটা নেতিয়েই পড়েছিল। এরই মাঝে মাওলানা তাহমিদুল মাওলা (হাফিজাহুল্লাহ)-এর একটি আলোচনায় কেমন জানি নেতিয়ে-পড়া চিন্তাখানা আবারও জাগ্রত হলো। মাওলানা সাহেব সেই আলোচনাতে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে বলতে যেয়ে অনেকটা এরকম কিছুই বলেছিলেন, "আগেকার আলিমদের আকীদার কিতাবে কেবল লেখা থাকত